ছোট ও বড় মৃত্যু দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ছোট ও বড় মৃত্যু দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৬০

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60)

তিনিই (আল্লাহ) রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা কি কর তা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুণর্জাগরিত করেন যাতে (জীবনে বেঁচে থাকার) নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর (মৃত্যুর পর) তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যা কর স সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬ আন’আম, আয়াতঃ ৬১

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61)

তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩৯ যুমার, আয়াতঃ ৪২

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42)

আল্লাহই জান কবয করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের জানও ঘুমের সময় অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

মুত্তাফাকুন আলাইহের একটি হাদীস

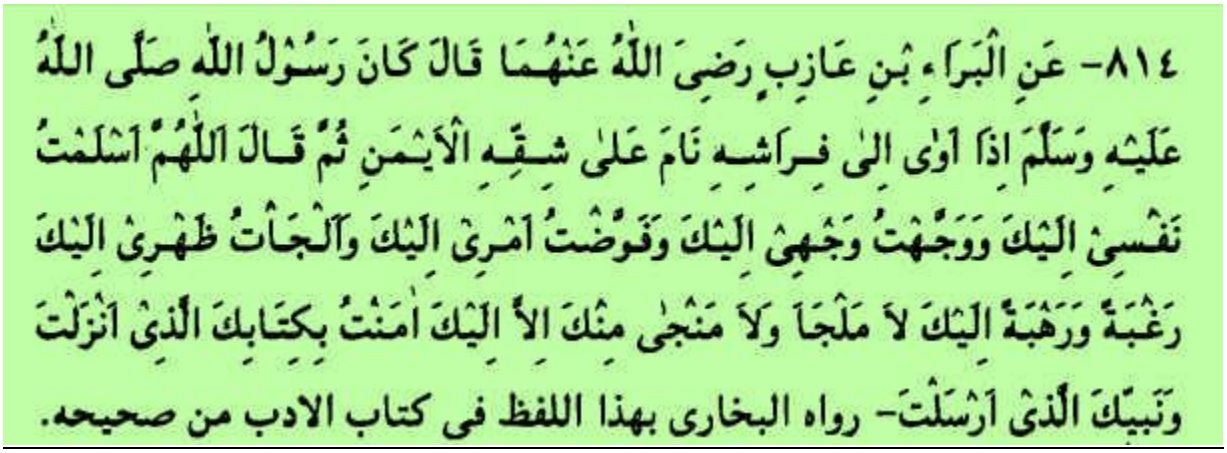
٨١٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجٰى مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ- رواه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الادب من صحيحه.

পরিচ্ছেদঃ ৪/৭৫. উযূ সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত।

২৪৭. বারাআ ইবনু ‘আযিব (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উযূর মতো উযূ করে নেবে। তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবেঃ

“হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ তোমার নিকট অর্পণ করলাম এবং আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম তোমার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি।”

অতঃপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলো তোমার সর্বশেষ কথায় পরিণত কর।

(বুখারী- ৬৩১৫,২৪৭, মুসলিম ২৭১০)

মুসলিম শরীফের হাদীসঃ

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল(সাঃ) বলেছেন, তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের বস্ত্র দ্বারা বিছানাটি ঝেড়ে/মুছে নিবে। কারন তোমরা জান না যে, তোমাদের বিছানা ত্যাগ করার পর ওতে কি এসেছে। অতঃপর সে যেন পাঠ করেঃ

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَاتَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ السَّ لِحِيْنَ

হে আমার রব! তোমার পবিত্র নামের রহমতে আমি শপথ করছি এবং তোমার রহমতেই আমি জাগ্রত হব। তুমি যদি আমার প্রাণকে আটকিয়ে দাও তাহলে ওটার উপর দয়া কর আর যদি ওকে পাঠিয়ে দাও তাহলে ওর এমনই হিফাজত কর যেমন তোমাদের সৎ বান্দাদের হিফাজত কর।

(মুসলিম-৪/২০৮৪,)

বুখারী শরীফের হাদীস

ইবনে আব্বাস(রাঃ)নবী করীম(সাঃ)থেকে বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম(সাঃ)আল্লাহ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ ভালো এবং মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল অথচ কাজটা করল না, আল্লাহ তাকে পূর্ণ (কাজের) সওয়াব দিবেন আর যদি সে সৎ কাজের ইচ্ছা করল, আর বাস্তবে তা করেও ফেলল আল্লাহ তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক পরিমাণ সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ

কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু বাস্তবে তা করল না তবে আল্লাহ তাকে পূর্ণ (সৎ কাজের) সওয়াব দিবেন। পক্ষান্তরে সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং তদনুযায়ী কাজটা করে ফেলে তবে আল্লাহ একটিই মাত্র গুনাহ লিখেন।

(বুখারী-৬৪৯১)

বুখারী শরীফের হাদীস

আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী(সাঃ) বলেছেন, ফেরেশতাগণ একদলের পিছনে আরেকদল যাতায়াত করে থাকে, একদল রাতে আসে, আরেকদল দিনে আসে। আর তারা ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হয়।অতঃপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করে তারা আল্লাহর কাছে চলে যায়। তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে (মানুষের অবস্থা)জিজ্ঞেস করেন। অথচ তাদের চেয়ে তিনি (এ সম্পর্কে) অধিক জানেন। জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা জবাব দেয় তাদের সালাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। এবং সালাতরত অবস্থায়ই তা্দের কাছে গিয়েছি।

(বুখারী-৩২২৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রতিদিনই ঘুমের মধ্যে আমাদের মৃত্যু হয়। এমনিভাবে হঠাৎ একদিন আমাদের বড় মৃত্যু এসে পড়বে। আমাদেরকে কবরে রেখে দেওয়া হবে। এবং আমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দকাজের হিসাব শুরু হয়ে যাবে। যাদের আ'মল ভালো হবে তারা কবরেই বুঝতে পারবে বিচারের দিন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন। যাদের আ'মল মন্দ হবে তারা কবরেই টের পাবে

কি ভয়ানক পরিনতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে-চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আসুন আমরা আল্লাহর ইবাদত ও আ'মলে সালেহ করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে দৃঢ় রাখুন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।